দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0.6 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৭ ... কলাম ৮

ঐতিহ্য হারাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
মাটির কক্ষসহ ব্যবহার্য জিনিসপত্র অরক্ষিত

■ আব্দুর রউফ রিপন, রাণীনগর (নওগাঁ) সংবাদদাতা

রাণীনগর উপজেলার রাতোয়াল গ্রামে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়টি রবীন্দ্র নিদর্শন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তৎকালীন একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটি সংরক্ষণের অভাবে হারাতে বসেছে বিশ্বকবির ঐতিহ্য।

১৮৮৫ সালের শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালীগ্রাম পরগনার জমিদারী দেখাশুনার জন্য রাতোয়াল গ্রামে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ম্যানেজার শ্যামানন্দ গুহ ও তার ছেলে নিত্যানন্দ গুহ (নিতাই বাবু) সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন রাতোয়াল গ্রামের আক্কাছ আলী পণ্ডিত, শমসের আলী আকন্দ, কফিল আলী আকন্দ এবং এরফান আলী আকন্দকে সঙ্গে নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু। বিদ্যালয়টি আজিজুল্লাহ্ আকন্দের বৈঠকখানায় শুরু হলেও পরে রবীন্দ্র স্টেটের নিজস্ব সম্পত্তির ওপর মাটির ক'টি ঘর তৈরি করে প্রাথমিকভাবে শিক্ষাদান শুরু হয়। তখন হেড পণ্ডিত হিসেবে রাতোয়াল গ্রামের আক্কাছ আলী পণ্ডিতের ওপর বিদ্যালয়টির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরে আরো অনেকেই এই বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্যালয়টি ১৯১৩ সালে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। বিশ্বকবির স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টিতে আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে অনেক পিছিয়ে। সংরক্ষণের অভাবে বিশ্বকবির স্মৃতি বিজড়িত মাটির তৈরি কক্ষগুলো এবং কবির ব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে বিলুপ্তির পথে।

পরে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শান্তি নিকেতনের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়াও দেশের মন্ত্রী, এমপি, সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রবীন্দ্র গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকসহ নানা গুণীজন। বিশ্ব কবির স্মৃতিকে রক্ষা করার কোন প্রদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি।

বিশ্বকবিকে প্রত্যক্ষদর্শী রাতোয়াল গ্রামের শরফরাজ আলী আকন্দ (৯৮) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, বিশ্বকবি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর শেষবারের মত পতিশর জমিদারি দেখতে আসেন তখন আমি এই বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। বিশ্বকবিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য এই বিদ্যালয় থেকে তিনিসহ আরো অনেক ছাত্ররা পতিশরে পায়ে হেঁটে গেছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ঐতিহাসিক নিদর্শনকে যেন অতি দ্রুত সরকারিভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।